বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫ • সংখ্যা-২ • বর্ষ-১

BURO
Bangladesh

প্রত্যয়
বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫ • সংখ্যা-২ • বর্ষ-১

সম্পাদকীয়

'প্রত্যয়' দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হল। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর যারা মতামত জানিয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। সদ্যসমাপ্ত বছরে সংস্থাকে চমৎকার ফলাফল উপহার দেয়ার জন্যও সকলকে ধন্যবাদ। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এলাকাভিত্তিক 'কর্মসূচী সম্প্রসারণ ও মান উন্নয়ন সভা' সমূহের সফল সমাপ্তিতে অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন। বিগত বছরের ফলাফল বিশ্লেষণ, এ বছরের কর্ম পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণ, কর্মীদের মান উন্নয়ন এবং আরো অনেক বিষয়ে মতামত বিনিময় করার জন্য সম্প্রতি এলাকাভিত্তিক সকল কর্মীদের সাথে নিয়ে দেশব্যাপী মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এসকল সভায় আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সভাগুলোকে সমৃদ্ধ করেছে; আশা করি আপনাদের খোলামেলা মতামত, পরামর্শ ও অঙ্গীকারসমূহ কর্মসূচীকে আরো বেগবান করতে সহায়ক হবে।

ঢাকার রামপুরা শাখার কর্মী ফজলুল হক তালুকদারের সাহসিকতা, সততা এবং সংস্থার প্রতি মমত্ববোধের জন্য অভিনন্দন। তার দায়িত্বশীলতা এবং নির্ভীকতা সকলকে অনুপ্রাণিত করবে।

বিভিন্ন প্রয়োজনে আমাদের সকল স্তরের কর্মীদের ট্রেন, বাস, লঞ্চসহ বিভিন্ন যানবাহনে প্রচুর ভ্রমণ করতে হয়। ইদানিং এসব যানবাহনে অজ্ঞান পার্টি, মলম পার্টি, ছিনতাই পার্টি, মরিচগুড়া পার্টিসহ নানা ধরণের উপদ্রব বেড়ে গেছে। এরা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং সুকৌশলে সাধারণ মানুষকে এদের শিকার বানিয়ে ফেলে। পরিণামে টাকা পয়সা সম্পদতো খোয়া যায়ই এমনকি জীবনহানিরও আশংকা থাকে। তাই ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রত্যেককে খুব সতর্ক থাকতে হবে। অপরিচিত কারো দেয়া কোন খাবার খাওয়া যাবে না। এছাড়া কেন্দ্রে কালেকশন করে ফেরার সময়ও অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

আশা করি প্রথম সংখ্যার মত 'প্রত্যয়' এর দ্বিতীয় সংখ্যাও সমাদৃত হবে।

সকলকে পবিত্র ঈদ এবং দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা।

কর্মসূচি সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনা, সফলতার গল্প, সদস্য বা কর্মীভিত্তিক কেস স্টোরি, নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা, গল্প, কবিতা, ছড়া, কৌতুকের পাশাপাশি তথ্য বহুল লেখা পাঠান।

এছাড়াও প্রত্যয় সম্পর্কিত আপনাদের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

যোগাযোগ:
নার্গিস মোর্শেদ, *উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক*
মনিটরিং ও রিপোর্টিং, প্রধান কার্যালয়।
ফোন: ০১৭৩৩২২০৮৫৪

অনুকরণীয়

নির্ভীক
ফজলুল হক তালুকদার

অন্যান্য দিনের মত ২১/০৬/২০১৫ ইং তারিখে সকাল ১১ টায় মোঃ ফজলুল হক তালুকদার ঢাকার রামপুরা শাখার বনশ্রী ব্যাংক কলোনীর ৭০ নং কেন্দ্র কালেকশন শেষে শাখায় ফিরছিলেন। তার ব্যাগে তখন অনেক টাকা। রাস্তায় লোকজন কম, কিশোর বয়সের ৩/৪ জন ছেলে রাস্তার উপর ক্রিকেট খেলছে। তাদের অতিক্রম করে একটু অগ্রসর হওয়ার পর হঠাৎ করে পেছন দিক থেকে আক্রমণ, তাদের একজন তার দু' হাত ঝাপটে ধরে এবং অন্যরা তার পিঠে থাকা টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিতে চায়। ফজলুল হকও কোনভাবেই তার টাকার ব্যাগ ছেড়ে দেবে না। টাকার ব্যাগ নিয়ে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে দুস্কৃতিকারীরা তাদের লুকিয়ে রাখা চাপাতি দিয়ে ফজলুল হকের বাম হাতে, কোমরের বা দিকে এবং পিঠে আঘাত করে। এক পর্যায়ে পেছন দিক থেকে লাথি মেরে ফেলে দেয় এবং টাকার ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যেতে থাকে। রক্তাক্ত ফজলুল হক লাফ দিয়ে উঠে তাদের পিছু নেয় এবং চিৎকার করতে থাকে। তার চিৎকারে কেন্দ্রের সদস্যরা বের হয়ে আসলে দুস্কৃতিকারীরা টাকার ব্যাগ রেখে পালিয়ে যায়। টাকার ব্যাগ নিজের আয়ত্বে এনে শাখা ব্যবস্থাপককে তিনি মোবাইল ফোনে ঘটনা জানায়। শাখা ব্যবস্থাপক, এলাকা ব্যবস্থাপককে সাথে নিয়ে দ্রুত ঘটনা স্থলে চলে আসেন এবং আহত ফজলুল হককে নিকটস্থ ফরায়েজী হাসপাতালে নিয়ে যান।

চিকিৎসা শেষে ফজলুল হক বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ। প্রতিষ্ঠান তার সমুদয় চিকিৎসা খরচ বহন করেছে। প্রতিষ্ঠানের টাকা বাঁচাতে পেরে ফজলুল হক আনন্দিত। তিনি তার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন "এই টাকা সদস্যদের কষ্টের টাকা, এই টাকা প্রতিষ্ঠানের টাকা, প্রতিষ্ঠান আমাকে এই টাকা হেফাজত করার দায়িত্ব দিয়েছে। জীবন দিয়ে হলেও আমি আমার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাব।"

সংস্থার প্রতি আনুগত্য এবং তার কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার স্বীকৃতিস্বরূপ ফজলুল হককে দুইটি ইনক্রিমেন্ট এবং নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়।

অভিনন্দন মোঃ ফজলুল হক তালুকদার! তার কর্মজীবন সফল হোক সুন্দর হোক এই আমাদের প্রত্যাশা।

'এই টাকা সদস্যদের কষ্টের টাকা, প্রতিষ্ঠান আমাকে এই টাকা হেফাজত করার দায়িত্ব দিয়েছে। জীবন দিয়ে হলেও আমি আমার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাব'

বন্ধন ব্যাংক

একটি স্বপ্নের উন্মেষ

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংক-এ রূপান্তরের কারিগর চন্দ্রশেখর ঘোষ-এর সাথে লেখক

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাংলাদেশে চালু হয়ে পৃথিবীর অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, খবরটি পুরোনো। কিন্তু চমকে দেয়ার মতো খবর এবং একটি স্বপ্নের উন্মেষ হলো প্রতিবেশী দেশ ভারতে, বাংলাদেশের সন্তান চন্দ্রশেখর ঘোষ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যাংকে রূপ নেওয়ার এক কঠিন স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিলেন। একটি নতুন স্বপ্নের অভিযাত্রা শুরু হলো গোটা ভারত জুড়ে একদিনে ২৭টি রাজ্যে বন্ধন ব্যাংকের ৫০১টি শাখা ও ২৫০টি এটিএম বুথ উদ্বোধনের মাধ্যমে। ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থ, তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী অরুণ জেটলী গত ২৩শে আগস্ট কোলকাতার সাইন্স সিটি অডিটোরিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ব্যাংকের শুভ উদ্বোধন করেন। চন্দ্রশেখর ঘোষের সাথে আমার দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং তার মেধা, প্রজ্ঞা, সর্বোপরি সাদামাটা মানুষটির সরল ব্যক্তিত্ব আমাকে সকল সময় আকৃষ্ট করতো, যার কারণে শুধুমাত্র বন্ধন ব্যাংকের উদ্বোধনের জন্য আমার কোলকাতায় যাওয়া। বুরো বাংলাদেশের পক্ষ হতে চন্দ্রশেখর ঘোষের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার এই শুভক্ষণে উপস্থিত থাকার জন্য আমার অনুভূতিটা ছিলো যেন এই স্বপ্নপূরণের যাত্রার অংশে পরিণত হওয়া। এ পর্যায়ে আমি বন্ধন এর শুরুর দিকের কিছু বিষয় আলোকপাত করতে চাই; ব্যাংকটির প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক চন্দ্রশেখর ঘোষ নামের এক বাঙালী যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেওয়ার পর বেসরকারী সংস্থা ব্র্যাকে একযুগ কাজ করেন। ব্র্যাকের এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা চন্দ্রশেখর ঘোষকে এনে দেয় তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র এবং হতদরিদ্র বিশাল জনগোষ্ঠীর সান্নিধ্যে আসার এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ও সামাজিক পরিবর্তনের সহযোগী হওয়ার সুযোগ। তিনি দরিদ্র মানুষের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তাদের উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ করেন। তখন থেকেই তার ভিতরে স্বপ্ন দানা বাধতে থাকে কিভাবে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে মূলধারার অর্থনৈতিক সেবার আওতায় আনা যায়। তারপর সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে বৃহত্তর আঙ্গিকে কাজ করার জন্য চন্দ্রশেখর ঘোষ ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ ছেড়ে কোলকাতায় চলে যান। শুরুর দিকে পারিবারিক ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও পরে তিনি ভিলেজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে একটি সংস্থায় কিছুদিন কাজ করেন। ভিলেজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কার্যক্রম সীমিত পরিসরে পরিচালিত হতো। কর্মজীবনের শুরু থেকেই চন্দ্রশেখর ঘোষের স্বপ্ন ছিল বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করা। তিনি চেয়েছিলেন ভিলেজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে কাজের মাধ্যমে ভারতের আপামর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় শরীক হওয়ার। কিন্তু বাস্তবিক কারণে সেটা সম্ভব না হওয়ায় ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে ''বন্ধন'' নামে একটি মাইক্রোফাইনান্স প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করেন। শুরুর দিকে ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন Small Industries Development Bank of India (SIDBI) এবং National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) বন্ধনকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি চন্দ্রশেখর ঘোষকে। ২০০৯ সালে বন্ধনের নিবন্ধন হয় নন ব্যাংকিং ফিনান্স কোম্পানি (এনবিএফসি) বা অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ।২০১৪ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া বন্ধনকে ব্যাংক হিসেবে লাইসেন্স দেয়। বন্ধন ব্যাংকই হলো ভারতের ব্যাংকিং কার্যক্রমের লাইসেন্স পাওয়া প্রথম এনবিএফসি। বন্ধন শুরুর প্রথমদিকে চন্দ্রশেখর ঘোষকে তার গ্রহণযোগ্যতা ও সৃজনশীল কর্মদক্ষতার কারণে বন্ধনের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা ও বুরো বাংলাদেশ নানাভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছে; এমনকি বন্ধন ব্যাংকের শুভ উদ্বোধনের দিনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ডঃ আতিউর রহমান উপস্থিত থেকে তার এগিয়ে যাওয়ার পথে অনবদ্য উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন।

বাংলাদেশে আমরা ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী এনজিওগুলো (এম এফ আই) দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে যাচ্ছি, বন্ধন দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে দরিদ্র মানুষের সহজাত উদ্ভাবনী ক্ষমতা, দক্ষতা ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে সংগঠিত করে মূলধারার অর্থনৈতিক সেবার আওতায় আনা যায়।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমের জন্মভূমি বাংলাদেশ হলেও আমরা আমাদের জনগোষ্ঠীর বিপুল সম্ভাবনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখার জন্য এমএফআই থেকে ব্যাংকে উত্তরণের কাজটি এখনো করতে পারিনি। আমরা যারা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে কাজ করি সকলে যদি দারিদ্র্য বিমোচনে নিবেদিতপ্রাণ থাকি এবং দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যেতে পারি তাহলে আশা করা যায় সদাশয় সরকার তথা জনমুখী বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যাংকে রূপান্তরের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় এবং ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন।

বন্ধনকে রোল মডেল হিসাবে বিবেচনা করে আমরা বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাংকে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য কাজ করতে পারি। এমএফআই থেকে ব্যাংকে উত্তরণের সম্ভাবনা ও সুযোগ স্বভাবতই বাংলাদেশে বেশি। সুতরাং দরিদ্র মানুষকে মূলধারার অর্থনৈতিক সেবার আওতায় আনতে এবং তাদের মাধ্যমে তাদের টেকসই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে এই কাজটিকে আমাদের কাউকে না কাউকে এগিয়ে নিতে হবে।

- **জাকির হোসেন**, *নির্বাহী পরিচালক*

অনুসরণীয়

ফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা

ধারণা

ফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (Result Based Management) হল এমন একটি কৌশল যার দ্বারা কোন সংগঠন কর্মবিভাজন প্রক্রিয়ার যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ও সেবা নিশ্চিত করে সংগঠনের কাঙ্খিত ফল অর্জন করে। আসলে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যই হল সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করে প্রত্যাশিত ফল অর্জন নিশ্চিত করা। ব্যবস্থাপনার অন্যতম একটি কাজ নিয়ন্ত্রণ। নিয়ন্ত্রণের কাজটি যদি সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয় এবং নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলো (Tools) সচল ও সক্রিয় থাকে তবে লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়। নিয়ন্ত্রণের অন্যতম হাতিয়ার হল মনিটরিং। মনিটরিং হল প্রত্যাশিত ফল অর্জন সঠিক পথে চলছে কিনা তা দেখা। কর্মসূচী বাস্তবায়নকালে মনিটরিং প্রক্রিয়া চলমান না থাকলে কর্মসূচী প্রস্তাবিত পথে বাস্তবায়িত নাও হতে পারে।

কোন সংগঠনে জেন্ডার বৈষম্য, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এমন কড়াকড়ি থাকে যেখানে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করাই কঠিন এবং নিয়মকানুন, শৃংখলা এমন অনমনীয় যে ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হয়। অর্থাৎ ভিন্নমত প্রকাশ বা প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে না। সেখানে কর্মীর কাছ থেকে সর্বাধিক প্রাপ্তি অনিশ্চিত হয় এবং কর্মীর ফল অর্জনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরী হতে পারে। ফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে কার্যকরী ফলপ্রাপ্তি সহজ হয়।

ফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য

কর্মবিভাজিত পরিবেশে সুষ্ঠ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে কৌশলগত পরিকল্পনার সম্যক বাস্তবায়নই এই ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে প্রত্যাশিত ফল অর্জন করার ক্ষেত্রে ফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়।

ফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনার উপাদান

১. উর্ধ্বতন পর্যায়ের নেতৃত্বের উন্নতি বিধান।
২. ফলভিত্তিক সংস্কৃতির উন্নয়ন করা।
৩. ফলপ্রাপ্তির কাঠামো নির্মাণ করা।
৪. ফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনার তথ্য পদ্ধতি সহজ ও ব্যবহারযোগ্য করা।
৫. ফলের তথ্য প্রাপ্তির জন্য প্রতিবেদন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
৬. নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে ফ্রেমওয়ার্ক হালনাগাদ করণ।

ফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় এসব উপাদানের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

কার্যোদ্যোগ, আউটপুট ও ফলের মধ্যকার সম্পর্ক

কার্যোদ্যোগ হচ্ছে প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনতে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কার্যোদ্যোগ সমাপ্ত হলে আউটপুটের প্রশ্ন আসে। আউটপুট থেকে যা বেরিয়ে আসে, সংশ্লিষ্ট উপকার ভোগীর জন্য তা ইতিবাচক ফল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন হচ্ছে কার্যোদ্যোগ। প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নতুন দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি তাদের মনোভাবের পরিবর্তন হচ্ছে আউটপুট। অংশগ্রহণকারী যদি কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত শিখন যথাযথ ব্যবহার করে অর্থাৎ তার আচরণগত পরিবর্তন ঘটে তা হচ্ছে প্রত্যাশিত ফলাফল। এই প্রত্যাশিত ফল অর্জিত হলে অংশগ্রহণকারীর আচরণগত পরিবর্তন হবে এবং তা দলের ও সংগঠনের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। তবে এই প্রত্যাশিত ফল পেতে হলে কতিপয় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়।

ফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ

সাংগঠনিক সংস্কৃতি (Organizational culture) অনেক সংগঠনে শুধু ইনপুট ও প্রক্রিয়ার উপর আলোকপাত করা হয়, আউটপুট ও প্রত্যাশিত ফলের উপর তেমন গুরুত্ব নেই। সংগঠনের এরূপ

সংস্কৃতি ফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কার্যকর করতে হলে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলো যেমনঃ মনিটরিং, সুপারভিশন, অডিট, কর্মসূচী মূল্যায়ন, কর্মীর কার্যদক্ষতার মূল্যায়ন জোরদার করতে হয়। যে কোন কার্যকরী সংগঠনে তার সূচনালগ্ন ওথকেই ফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলো সচল রাখতে হয়। যার ফলে ইনপুট ও প্রসেস এর পাশাপাশি প্রত্যাশিত ফল অর্জন করে সমাজ পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

ফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের ভূমিকা

যে কোন সংগঠনে কর্মী হচ্ছে সংগঠনের প্রাণ। কর্মীকে দক্ষ করে তুলতে হলে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মী ফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ অবদান রাখতে পারে। তবে অনেক সংগঠনের পক্ষে সামর্থ্যজনিত কারণে চাহিদা মাফিক প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হয় না। এটা সংগঠনের জন্য এক ধরনের চ্যালেঞ্জ। কিন্তু গতিশীল সংগঠনগুলো তার কর্মীদের দক্ষতা ও উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে থাকে। এবং ঐ সংগঠনগুলো কর্মীদের দক্ষতা, জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে ধারাবাহিক প্রশিক্ষন কারিকুলাম, মডিউল ও আউট-লাইন নির্ভর প্রশিক্ষণ উপকরণ সব সময় আপডেট করে থাকে।

ফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনার ৬টি মূল চাবিকাঠি

১. সবল নেতৃত্ব (Strong leadership), ২. সংগঠনের প্রতি একাত্ম হওয়া (Building ownership), ৩. বিষয়গুলো সহজবোধ্য রাখা (Keeping things simple), ৪. সুনির্দিষ্টভাবে রীতিনীতিকরণ (Customizing to the specific context), ৫. নীতি নির্ধারকদের চিন্তা ও তৃণমূল কর্মীদের মতামতের সংমিশ্রণ ঘটানো (Blending top-down and bottom-up approaches), ৬.সাংগঠনিক পরিবর্তন সম্পর্কে সকল কর্মীকে সচেতন করা (Making conscious about organizational changes)।

সংগঠনে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটছে। ইতিবাচক পরিবর্তনের কারণে ঘটছে সংগঠনের বিস্তৃতি। এই বিস্তৃতিতে সংগঠনের নতুন কর্মসূচী গ্রহণ, বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ, নেতৃত্ব আনয়ন, কর্মীর বদলি, পদোন্নতি পদাবনতি বিষয়ক পরিবর্তন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। তবে কর্মীকে এসব পরিবর্তন সম্পর্কে ওয়াকেবহাল করে তাদেরকে খাপ-খাইয়ে নিতে হবে। এসব পরিবর্তনে কর্মী যাতে প্রতিক্রিয়াশীল না হয় কর্তৃপক্ষকে তা নিশ্চিত করতে হবে। কর্মীর মধ্যে পরিবর্তনকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা তৈরী করা গেলে কোন পরিবর্তনই তাকে হতাশ করতে পারবে না। পরিবর্তনশীল পরিবেশে কর্মী থাকবে উদ্যমী এবং প্রতিশ্রুতিশীল।

তাই বলা যায়, ফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে কার্যকরী ফলপ্রাপ্তি সহজ হয়।

- **রতিশ চন্দ্র রায়,** *প্রশিক্ষণ বিভাগ*

ফেরদৌস মিতা

টাঙ্গাইল জেলার সখিপুরের সন্তান ফেরদৌস মিতার অনেক আশা ছিল উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া, কিন্তু তার আশা পূর্ণ হলো না। কোন মতে এসএসসি পাশ করে ব্যবসার দিকে মনোনিবেশ করলেন। এরপর ফেরদৌস মিতা বাবার সাথে পরামর্শ করে সখিপুর বাজার জেলখানা মোড়ে ৫,০০,০০০ টাকা নিজস্ব পুঁজি দিয়ে মেসার্স মিতা পোল্ট্রি ফিড নামে একটি দোকান দেন। এখানে ১ দিন বয়সের লেয়ার বাচ্চা সরবরাহের বুকিং নেওয়া হয় এবং মুরগী ও গবাদী পশুর খাদ্য বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও উন্নত মানসম্পন্ন সকল প্রকার ভ্যাকসিন এবং ঔষধ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ব্যবসাকে আরো বড় করে তোলার জন্য বুরো বাংলাদেশের কর্মীরা তাকে অনুপ্রাণীত করলেন। ফেরদৌস মিতা বুরো বাংলাদেশের সখিপুর শাখার ৪১ নং সমিতির ৫৫৮ নং সদস্য হলেন। প্রথমে ঋণ হিসেবে ১০,০০,০০০ টাকা নিলেন এবং সখিপুর চার রাস্তার মোড়ে ১ টি ডেইরী ফার্ম ও ১ টি পোল্ট্রি ফার্ম স্থাপন করলেন। এভাবে তিনি দিনের পর দিন সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় বার আরও ১০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসায় পুঁজির যোগান দিলেন।

বর্তমানে তিনি বুরো বাংলাদেশ থেকে ২ বৎসরের জন্য ১৫,০০,০০০ টাকা ঋণ নিয়েছেন। নিয়মিত কিস্তির সাথে তিনি ২৫০০ টাকা সাধারণ সঞ্চয় এবং ৫০০০ টাকা মাসিক মেয়াদী সঞ্চয় হিসেবে জমা করে যাচ্ছেন। তিনি তার ব্যবসায়ে ১ জন ম্যানেজারসহ ৬ জন কর্মীর কর্মসংস্থান করেছেন। উক্ত কর্মচারীরা উৎপাদনের ভিত্তিতে তাদের মাসিক পারিশ্রমিক নেয়; তাদের প্রত্যেককে মাসিক গড়ে ৬,০০০ টাকা করে বেতন প্রদান করা হচ্ছে। ব্যবসার পিছনে তিনি প্রতি মাসে যাবতীয় খরচ বাবদ গড়ে প্রায় ৮০,০০০ টাকা ব্যয় করেন।

বর্তমানে তার ডেইরী ফার্মে ১৮ টি গাভী আছে এবং ২টি পোল্টি ফার্ম রয়েছে। ডেইরী ফার্ম, পোল্ট্রি ফার্ম ও দোকান থেকে প্রতি মাসে তিনি গড়ে ১৫০,০০০ টাকা আয় করেন। বর্তমানে তার মোট মূলধন দাড়িয়েছে প্রায় ১,৫০,০০,০০০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা। মিতা তার ব্যবসার আরও সম্প্রসারণ করতে চান। বাজারের অন্য ব্যবসায়ীরাও তার সাফল্যে অনুপ্রাণিত।

জেন্ডার সংবেদনশীলতা এবং আমাদের করণীয়

জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের পরিচয়, সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক আরোপিত নারী-পুরুষের ভূমিকা এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্যের সমন্বিত রূপ। যেহেতু এসব বিষয় সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত তাই সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে অর্পিত নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ ও ভূমিকা পরিবর্তীত হয়। টেকসই উন্নয়নের জন্য সমাজে এবং কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের গতিশীল অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, নারী ও পুরুষের মধ্যকার মর্যাদাশীল সম্পর্কও তাই গুরুত্বপূর্ণ।

বুরো বাংলাদেশ তার সূচনাকাল থেকেই একটি জেন্ডার সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে তৈরী হওয়ার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। নারীদের ক্ষমতায়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় শতভাগ নারী সদস্য নিয়ে দেশব্যাপী কাজ করে চলেছে এই নারীবান্ধব সংস্থাটি। প্রায় ১৩ লক্ষ সদস্যকে সময়োপযোগী এবং চাহিদা মাফিক বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য পুরুষ কর্মীদের পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক মহিলা কর্মীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন থেকেই বুরোর প্রশিক্ষণ কর্মসূচীসহ সকল কর্মসূচী এবং প্রকল্পসমূহ জেন্ডার সংবেদনশীলতার আলোকে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিশেষ করে নারী সদস্য এবং নারী কর্মীদের সামর্থ উন্নয়নে বিশেষ নজর দেয়া হয়ে থাকে এবং তাদের সুবিধা অসুবিধার বিষয়াদি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়।

বুরো তার সীমিত সামর্থের মধ্যেও শাখাসহ সকল পর্যায়ের নারী কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে নারী কর্মীদের জন্য একটি নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ এবং অনুকূল কর্ম পরিবেশ তৈরী ও ধরে রাখা সম্ভব হয়। এ সকল বিষয় নিশ্চিত করার জন্য বুরো বাংলাদেশের একটি কার্যকর জেন্ডার নীতিমালা এবং একটি জেন্ডার কোর কমিটি রয়েছে। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে যৌন নির্যাতন এবং হয়রানী বন্ধ করা এবং এক্ষেত্রে সংস্থার জিরো টলারেন্স নীতির বিষয়টি নিয়ে নানাভাবে প্রচার প্রচারণা চালানো হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিগত বছরগুলোতে এবং সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন পর্যায়ের অনেক অভিযুক্তকে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কঠিন শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

বুরো বাংলাদেশ নারী পুরুষের সমমর্যাদায় বিশ্বাস করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বুরো তার প্রায় প্রতিটি শাখাসহ সকল কার্যালয়ে নারী ও পুরুষকে সমানভাবে কাজের সুযোগ করে দিয়েছে। কাজের প্রতি আগ্রহ, মনোযোগ, পরিশ্রম করার মানসিকতা, দায়িত্বশীলতা এবং যোগ্যতা ও দক্ষতার ক্ষেত্রে নারী কর্মীরা কোনভাবেই পুরুষ কর্মীদের চেয়ে পিছিয়ে নেই। সংস্থার মধ্যম ও উচ্চ পর্যায়ে যোগ্য মেয়েদের পদোন্নতির প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে দক্ষ মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তারা সেখানে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও বুরোর সাধারণ পরিষদ ও গভর্ণিং বডিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী রয়েছেন। অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুরো বাংলাদেশ তার জেন্ডার সংবেদনশীলতার প্রতিফলন ঘটিয়ে চলেছে এবং তা বজায় রাখতে বুরো বদ্ধপরিকর।

সম্প্রতি দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত ৬টি 'জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধি' বিষয়ক কর্মশালায় এ সংক্রান্ত বেশ কিছু অভিযোগ পাওয়া গেছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। দেখা যাচ্ছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী কর্মীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়, তাদের একান্ত মেয়েলী সমস্যাগুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। এতে শুধু নারীরা বিব্রত বা নির্যাতিত হচ্ছে তাই নয়, কর্মস্থলে কাজের পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। মেয়ে কর্মীদের ড্রপ আউটের হার বাড়ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে কর্মশালায় প্রাপ্ত অভিযোগ ও সুপারিশের আলোকে বিশেষ করে শাখা, এলাকা, আঞ্চলিক কার্যালয় এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের কর্মী ও কর্মকর্তাগণকে নীচের বিষয়গুলো মেনে চলার জন্য পরামর্শ দেয়া হলোঃ

১. শাখার আবাসিকের মধ্যে সর্বোচ্চ নিরাপদ রুমটি মহিলা কর্মীকে দেয়া।
২. সম্ভব হলে মহিলা কর্মীদের আবাসিক ব্যবস্থা পৃথক করা
৩. নারীদের জন্যপৃথক বা এ্যাটাচড বাথরুমের ব্যবস্থা করা
৪. আবাসিকে একা একজন মহিলাকে না রাখা।
৫. অফিস/আবাসিকে অশ্লীল কথাবার্তা না বলা।
৬. আবাসিকের ভিতরে আপ্যায়নের ব্যবস্থা না করা।
৭. নারী কর্মীদের আবাসিকে/শয়ন কক্ষে প্রবেশ না করা।
৮. রাতের বেলা ছেলেদের শয়ন কক্ষে মহিলা কর্মীদের এবং মহিলা কর্মীদের শয়ন কক্ষে পুরুষ কর্মীদের একা না ডাকা।
৯. আবাসিকের বাথরুমে বহিরাগতদের ঢুকতে না দেয়া।
১০. যে সকল মেয়ে আবাসিকের বাইরে থাকে তাদের নির্ধারিত সময়ে বাসায় যেতে দেওয়া।
১১. নারী কর্মীদের পোষাক এবং শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে কটাক্ষ না করা।
১২. নারী কর্মীদের জন্য বাথরুমে/ওয়াশ রুমে যাওয়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।
১৩. মোবাইল ফোনে নারী কর্মীদের উত্যক্ত না করা।
১৪. মোবাইল ফোনে এবং অফিসের কম্পিউটারে অশ্লীল ছবি না রাখা।
১৫. নারী কর্মীদের মোবাইল ফোনে আপত্তিকর মেসেজ না পাঠানো।

১৬. সম্ভব হলে নারী কর্মীদের কাজ সন্ধ্যার মধ্যেই শেষ করার ব্যবস্থা নেয়া। কাজ শেষ হলে কাউকে অযথা বসিয়ে না রেখে বিশ্রামে পাঠানো।

১৭. সন্ধ্যায় সম্মিলিত প্রোগ্রাম ছাড়া এককভাবে নারী কর্মী নিয়ে প্রোগ্রাম না করা ।

১৮. সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগত আর্থিক লেনদেন না করা।

১৯. সদস্যদের সাথে আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে না তোলা এবং দাওয়াত না খাওয়া।

২০. কর্মসূচী সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া সদস্যদের বা তাদের বাড়ীর মেয়েদের সাথে যোগাযোগ না করা। অসময়ে বা ছুটির দিনে তাদের না ডাকা।

২১. নারী কর্মী দিয়ে অফিসিয়াল কাজ ছাড়া কারও ব্যক্তিগত কাজ না করানো।

২২. রাতের বেলা নারী কর্মীদের একা ডেকে এনে কাজ না করানো।

২৩. দুই বছরের অধিক সময় কোন নারী কর্মীকে একই শাখায় না রাখা।

২৪. সহকর্মী কোন কুপ্রস্তাব দিলে সাথে সাথে জেন্ডার কমিটিকে জানানো।

২৫. নারীদের বিশেষ সমস্যাসমূহ ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা এবং সহযোগীতা করা।

২৬. মাতৃকালীন সময়ে নারী কর্মীদের কাজের চাপ কমিয়ে দেয়া।

২৭. গর্ভবর্তী নারীদের শারীরিক অবস্থার কথা চিন্তা করে ছুটিসহ সার্বিক বিষয় (সুবিধা, অসুবিধা, খাবার, বদলী ইত্যাদি) বিবেচনা করা।

২৮. সম্ভব হলে নারী কর্মীদের (অন্ততঃ মায়েদের) বিধিমালা অনুযায়ী ছুটি ভোগ করতে দেওয়া।

২৯. ব্রেস্ট ফিডিং এর ক্ষেত্রে মায়েদের জন্য কিছুটা সময় নির্ধারিত করা।

৩০. মহিলা হিসাবরক্ষকদের রাতে কাজের সময় নিরাপত্তা নিশ্চিৎ করা।

৩১. অসময়ে এবং অহেতুক বেশী সময় নিয়ে মিটিং না করা।

৩২. নারী কর্মী ফিল্ড থেকে আসলে তাকে ফ্রেস হওয়ার সময় দেওয়া।

৩৩. নারী কর্মীদের শরীর স্পর্শ করে কথা না বলা।

৩৪. নারী কর্মীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। কথাবার্তা আচরণে শালীনতা বজায় রাখা।

৩৫. সুন্দর/অসুন্দর বিবেচনা না করে সদস্য/রেমিটেন্স গ্রাহকদের দ্রুত সেবা প্রদান করা।

৩৬. নারীদের নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য না করা।

৩৭. অফিসের ভিতরে কোন অশ্লীল গল্প বা কৌতুক না বলা।

৩৮. সম্ভব হলে মহিলা কর্মীদের বসার ব্যবস্থা পৃথক করা

৩৯. শুধু নারী কর্মীদের দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন না করানো।

৪০. ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র মহিলা কর্মীদের না দেয়া, দিলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৪১. সম্ভব হলে নারী কর্মীকে কাছের কেন্দ্রগুলো দেয়া।

৪২. সম্ভব হলে বাজার সমিতির টাকা মহিলা কর্মী দিয়ে আদায় না করানো।

৪৩. সাইকেল/মটর সাইকেলে নারীকর্মী উঠালে সর্বোচ্চ শালীনতা বজায় রাখা।

৪৪. কাজের বা রান্নার বুয়াদের সাথে সতর্ক ও শালীন আচরণ করা।

৪৫. মাসিক সমন্বয় সভায় জেন্ডার পলিসি বিষয়ক এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করা।

৪৬. সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারী পুরুষ সকলের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া।

৪৭. মহিলাদের বিশেষ সমস্যাগুলোতে নারী কর্মীরা যাতে বিব্রতবোধ না করে সে ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়কদের লক্ষ্য রাখা।

৪৮. মিথ্যা প্রলোভনে বা হুমকিতে পড়ে যৌন হয়রানির শিকার না হওয়ার বিষয়ে নারী কর্মীদের সতর্ক করা।

৪৯. নারী কর্মীরা কোন ধরণের হয়রানির শিকার হলে বা বিব্রত বোধ করলে জেন্ডার হটলাইন নম্বর (০১৭৩৩২২০৮৫৪) ব্যবহার করা।

৫০. সকল স্তরের কর্মীদের জেন্ডার নীতিমালা অনুসরণ ও চর্চা করা। সামাজিকভাবে দৃষ্টিকটু মনে হয় এমন কিছু না করা।

৫১. ম্যানেজার বা তত্ত্বাবধায়কগণের উচিত প্রতিটি কর্মীর ক্ষেত্রে অভিভাবক ও রক্ষকের দায়িত্ব পালন করা এবং পদের মর্যাদা রাখা।

৫২. শুধু নারী হিসাবে না দেখে সহকর্মী হিসাবে দেখা, এ ব্যাপারে প্রতিটি কর্মীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনা।

বুরোর সকল পর্যায়ের কর্মী ও তত্ত্বাবধায়কদের দৃঢ় মানসিকতা এবং নৈতিকতাবোধ এ অবস্থার উত্তরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। নারী সহকর্মীদের প্রতি অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়কদের ভূমিকা অপরিসীম। জেন্ডার নীতিমালার বাস্তবায়ন এবং বুরোর জিরো টলারেন্স পলিসি (শূন্য সহ্যসীমার নীতি) প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেও তারাই মূল কান্ডারী। কর্মক্ষেত্রে নারী একজন সহকর্মী এবং একজন বোন। আপন বোন কারও দ্বারা অপমানিত হলে যে প্রতিক্রিয়া হয় এখানেও তাই হওয়া উচিত। নারী সহকর্মীর প্রতি মর্যাদাশীল আচরণ করা এবং তার সুবিধা অসুবিধা দেখা আমাদের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব। কর্মক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রে আমরা উপরের বিষয়গুলো সচেতনভাবে পালন করব। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বুরো বাংলাদেশ একটি সত্যিকারের জেন্ডার সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, প্রশংসিত হবে; আর আমরা প্রত্যেকে হয়ে উঠব একেকজন সত্যিকারের উন্নয়ন কর্মী।

● **প্রাণেশ বণিক,** *অতিরিক্ত পরিচালক*

বুরো বাংলাদেশ জেন্ডার কোর কমিটি- GCC

আগষ্ট ২০১৫ - জুলাই ২০১৭ মেয়াদের জন্য নির্বাচিত

G C C HOTLINE ০১৭৩৩২২০৮৫৪

সভাপতি : প্রাণেশ চন্দ্র বণিক, অতিরিক্ত পরিচালক, বিশেষ কর্মসূচী

সদস্য সচিব : নার্গিস মোর্শেদ, উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপক, মনিটরিং ও রিপোর্টিং বিভাগ

সদস্যবৃন্দ : নিলুফুন নাহার চৌধুরী, সহকারী কর্মকর্তা, মানব সম্পদ বিভাগ
রোকেয়া আক্তার, সহকারী কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ
ফাহমিদা খানম, উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপক, অর্থ ও হিসাব বিভাগ
আয়েশা খাতুন, উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপক, অর্থ ও হিসাব বিভাগ
আসাদুজ্জামান খান, উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপক, অর্থ ও হিসাব বিভাগ

ডেঙ্গু থেকে সাবধান

ডেঙ্গু জ্বর কী?

এটা ভাইরাস জনিত একটা রোগ।আমাদের দেশে বর্ষা ঋতুর পরপর এই রোগের প্রদুর্ভাব লক্ষ করা যায়। এডিস ইজিস্টি নামক এক প্রজাতির স্ত্রী মশা এর বাহক এবং তার কামড়ে এ রোগ শরীরে হয়। দায়ী ভাইরাসের নাম হচ্ছে ফ্ল্যাভি ভাইরাস। এডিস মশা সাধারনত দিনের বেলায়, ভোরের বা বিকেলের দিকে কামড়ায়। ফ্ল্যাভি ভাইরাসের ৪ টি ধরণ রয়েছে এবং এর মধ্যে মাত্র ১টি ডেঙ্গু ভাইরাস । ডেঙ্গু ভাইরাস এ জ্বর ঘটিয়ে থাকে।

কত ধরনের ডেঙ্গু হতে পারে ?

ডেঙ্গু জ্বর দু'ধরনের। একটি হলো সাধারন বা ক্ল্যাসিক্যাল ডেঙ্গু যেটাতে রক্তক্ষরণ হয়না। আর একটা হেমোরেজিম বা রক্ত ক্ষরণজনিত। প্রথমতঃ ননহেমোরেজিক বা রক্ত ক্ষরণজনিত নয় এমন ডেঙ্গু জ্বর সাধারনত ঘটে যদি কোন ব্যক্তি ভাইরাস দ্বারা প্রথমবার আক্রান্ত হয় তার ক্ষেত্রে। কিন্তু দ্বিতীয়বার যদি সেই ব্যক্তি ফ্লাভি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে তার হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর হতে পারে। হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর প্রাণঘাতি হতে পারে, তাই এ ব্যপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণসমূহ

সাধারণ ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ হলো গা ম্যাজ ম্যাজ করে, প্রচন্ড মাথা ব্যাথা হয়, শরীরে ও ঘাড়ে প্রচন্ড ব্যাথা হয় এবং চোখ লাল হয়ে যায়,চোখ দিয়ে পানি পড়ে, গায়ে ১০৪ ডিগ্রী-১০৫ ডিগ্রী পর্যন্ত জ্বর থাকে, বমি বমি ভাব হয় ও ক্ষুধা কমে যায়। এই জ্বর একটানা ৭ - ৮ দিন নাগাদ থাকে। শরীরে হামের মত লালচে দাগও দেখা যায়। প্রায় ৩ দিন জ্বর থাকে, পরে ৪র্থ ও ৫ম দিনে জ্বর কমে যায়। আবার ৬ষ্ঠ দিনে জ্বর আসে।

দ্বিতীয় ধরণের অর্থাৎ হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর বেশ মারাত্মক। এই জ্বরের ফলে চামড়ার নীচে রক্তক্ষরণ হতে পারে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় রক্তক্ষরণ কম বেশি হতে পারে। নাক দিয়েও রক্ত পড়তে পারে। কালো পায়খানা, রক্তবমিও হতে পারে। চোখের ভেতর রক্ত জমে। ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বরে শক সিনড্রোম হতে পারে। হঠাৎ করে রোগীর রক্তচাপ কমে গিয়ে দুর্বল নাড়ি ও দ্রুত হার্ট স্পন্দন দেখা দিতে পারে। পেটে ও ফুসফুসে পানি জমতে পারে। এ রোগের উল্লেখযোগ্য দিক হলো রক্তের অনুচক্রিকা বাপ্লাটিলেটস এর পরিমাণ হঠাৎ কমে যায়। রক্তের শ্বেত কণিকাও কমে যায়। আবার রক্তের হেমাটোক্রিট বেড়ে যায়।

ডেঙ্গু জ্বরের সাধারণ লক্ষণ

- শরীরের তাপমাত্রা হঠাৎ করে ১০৪ ডিগ্রী-১০৫ ডিগ্রী পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।
- মাথা ব্যাথা, মাংশপেশী, চোখের পিছনে এবং হাড়ে বিশেষ করে মেরুদন্ডে ব্যাথা।
- বমি বমি ভাব।
- চামড়ার নীচে রক্তক্ষরণ।
- দাঁতের মাড়ি, নাক, মুখ ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে রক্ত পড়া।

ডেঙ্গু জ্বর হলে কি করবেন?

ভাইরাসজনিত এ রোগে আক্রান্ত রোগীর উপসর্গ বুঝে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা দিতে হয়। জ্বরের জন্য সাধারণতঃ প্যারাসিটামল জাতীয় বড়ি দেয়া হয়। রক্তক্ষরণ হলে রক্ত ট্রান্সফিউশন এবং প্লাটিলেট ট্রান্সফিউশন দিতে হয়। রক্ত দিতে হলে সম্পূর্ণ ফ্রেশ এবং জীবানুমুক্ত রক্ত হতে হবে। রক্তক্ষরণ বাড়িয়ে দিতে পারে এমন কোন ঔষধ দেয়া যাবে না। চিকিৎসগন অনেক সময় এন্টিবায়োটিক ঔষধ দিয়ে থাকেন। রোগীর রোগ নির্ণয়ের সাথে সাথে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা শুরু করলে বড় ক্ষতির আশংকা থাকে না, তবে গুরুত্ব না দিলে বা বেশী দেরীহলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। যে সব রোগী ইতোমধ্যে মারা গেছে তাদের রোগ নির্ণয় হয়েছে দেরীতে এবং হাসপাতালেও দেরী করে এসেছে। ডেঙ্গু জ্বরের রোগীকে কোন অবস্থাতেই হাতুড়ে ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে নেয়া যাবে না। বর্তমানে এই রোগের কোন ভ্যাকসিন নাই।

চিকিৎসা

- ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ দেখা দিলে রক্ত পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা না করে চিকিৎসা করা প্রয়োজন।
- জ্বর বেশি হলে ভেজা কাপড় দিয়ে গা মুছে দিন।
- রোগীকে বেশী করে তরল খাবার খাওয়ান।
- অধিকাংশ ডেঙ্গু জ্বর ৭ দিনের মধ্যে এমনিতেই সেরে যায়।

প্রতিরোধ

- এডিস মশা ডেঙ্গু ছড়ায় এ থেকে দুরে থাকুন।
- ফুলের টব, ভাঙ্গা হাড়ি-পাতিল, গাড়ির টায়ার ইত্যাদির মধ্যে বা অন্য কোথাও জমে থাকা পানিতে এডিস মশা জন্মায়- এসব স্থানে পানি জমতে দিবেন না।
- ডেঙ্গু প্রতিরোধে এডিস মশার উৎস ধ্বংস করুন।
- বাড়ির আশপাশ ও আঙ্গিনা পরিস্কার রাখুন।
- শিশুসহ পরিবারের সদস্যদের এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলুন।
- রাতে এমনকি দিনের বেলায় ঘুমানোর সময়ও মশারি ব্যবহার করুন।

● সংকলন: **নজরুল ইসলাম,** *সহ-সমন্বয়কারী প্রশিক্ষণ*

বুরো বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্পের খবর

রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প

বিশ্বব্যাংক ও এসডিএফের সহযোগীতায় মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় এই প্রকল্প চালু রয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে এ পর্যন্ত ৪৬৫টি বাড়ী ও প্রতিষ্ঠানে বিশুদ্ধ পানির সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। উপকারভোগী পরিবারসমূহ মাসিক সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে বিশুদ্ধ পানিয় জল সেবা পাচ্ছে।

ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্প

দাতাসংস্থা ওয়াটার.ওআরজি এর সহযোগিতায় দেশের ২৬টি জেলার ২২৬টি শাখায় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবা বিষয়ক এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- এই প্রকল্পের অধীনে এ পর্যন্ত ১১,০২৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
- প্রশিক্ষিত ৯০০৬ জনকে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন খাতে মোট ১৬ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। (গড়ে ১৮,০০০ টাকা)

‘জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধি’ বিষয়ক একটি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

বিজনেস এন্ড ফাইনানসিয়াল লিটারেসী প্রকল্প

মাষ্টার কার্ড ওয়ার্ল্ডওয়াইডের অর্থায়নে এ পর্যন্ত ৩০৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে NRB Global Bank- এর সহযোগিতায় প্রায় ৯৩ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত ১০ টাকার হিসাবধারী।

● পৃষ্ঠা-১২ দেখুন

সম্প্রতি সারাদেশে সংস্থার এলাকাভিত্তিক সকল কর্মীদের অংশগ্রহণে ‘কর্মসূচী সম্প্রসারণ ও মান উন্নয়ন সভা’ অনুষ্ঠিত হয়। সভাসমূহে বিগত বছরের ফলাফল বিশ্লেষণ, এ বছরের কর্ম পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণ, খেলাপী নিয়ন্ত্রণ, কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং আরো অনেক বিষয়ে মত বিনিময় করা হয়।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বুরো বাংলাদেশের গভর্ণিং বডির ত্রৈমাসিক সভায় অংশগ্রহণকারী সম্মানিত সদস্যবৃন্দ।

INSPIRED প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ প্রাকৃতিক উৎস (কলাগাছ) থেকে সুতা উৎপাদনের প্রক্রিয়া হাতে-কলমে শিক্ষা নিচ্ছেন।

শাখা হিসাবরক্ষকদের জন্য আয়োজিত ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

টাংগাইল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণকারী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ

হ হ, মনে পড়ছে... ঋণ উডানোর সময়তো মেনাজার ছারে এইরহম কিছু এ্যাকটা কইছিল

ক্ষুদ্রবীমা

ফুলির বাপে কইছিল, মইররা গেলেই কি ঋণ মাফ অয় নি

বাড়িতে ঢোকার পথেই শুন্য গোয়ালটা নজরে আসে রফিকের, ভরদুপুরে খাঁ খাঁ করছে খালি গোয়ালটা। কিছু কাঁচা ঘাস শুকিয়ে পড়ে আছে গোয়ালের সামনে। ঘাসগুলোর উপরে বসা নেড়ি কুকুরটা ধুকছে বিষণ্ন বদনে। থাকা আর না থাকার পার্থক্য যেন এই বোবা প্রাণীগুলোও বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারে। বাড়ির ভেতর থেকে মহিলা কণ্ঠের প্রলাপ কানে আসছে এখান থেকেই। ব্যাপারটা রফিকের জানাই ছিল, তাই হঠাৎ একটা মানসিক ধাক্কা খাওয়া থেকে বেঁচে গেল সে। কেন্দ্রের অন্যান্য সদস্যরা-ই খবরটা দিয়েছিলো তাকে। শান্তিপুর গ্রামের এই কেন্দ্রটি শাখার সবচেয়ে দূরবর্তী কেন্দ্র, শুরু হয়েছে মাস দুই হলো। তার হাতেই গড়া এ কেন্দ্রটি, কেউ তাকে স্বীকৃতি দিক বা না দিক, কর্মসূচী সংগঠক হিসেবে এটা তার নিকট একটা গর্বের বিষয়।

বাড়িতে ঢুকে সাইকেল থামাতেই রফিক খেয়াল করলো উঠোনের এককোণে পেয়ারা গাছ ধরে দাড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ছোট্ট ফুলি। ফুলিকে রফিক বেশ ভালভাবেই চেনে। তাই, কাছে গিয়ে মাথায় হাত রাখতেই অবুঝ মেয়েটি যেন গলে গেল। "মামা জানেন, আমাগো গরু গুলা লইয়া গেছে", কষ্ট, অভিযোগ, ক্ষোভ সবই আছে তার কন্ঠে। "অই সুদখোর, সীমার, পাষাণ বুইড়ার লগে আমরা পারুম না, অই ব্যাটা আমাগো রক্ত এমন কইরা-ই খাইতে থাকব," বলতে বলতে ওদের দিকে আগায় শরিফ মিয়া। শরিফ মিয়া ফুলিদের পাশের বাড়ির, তাছাড়া সখিনা বেগমের ঋণের সাক্ষীও ছিল সে। তার কাছ থেকেই জানা গেল বিস্তারিত। ঘর মেরামত করার সময় আক্কাস মন্ডলের কাছ থেকে হাজারে ১শ টাকা মাসিক সুদে ২০ হাজার ঋণ নিয়েছিল ফুলির বাপ জলিল মাঝি। আর মাত্র ৮ হাজার টাকা বাকী ছিল সেই ঋণের। গতকাল সন্ধ্যার পর মাঝির হঠাৎ বুকে ব্যাথা উঠে, গঞ্জের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই সে মারা যায়। ভোরের দিকে দাফন সম্পন্ন হয়। সকাল বেলা আক্কাস মন্ডল দুজন লাঠিয়ালসহ এসে গরু দুটো নিয়ে যায় বকেয়া টাকার জন্য। এর মধ্যে কালো রংয়ের গরুটা কয়েকদিন পরেই বাচ্চা দিবে।

আরেকটা গাভী কেনার জন্য সখিনা বেগম বুরো বাংলাদেশ থেকে ৩৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিল আরেকটু স্বচ্ছলতার আশায়। তখন চাইলে আক্কাস মন্ডলের টাকা পরিশোধ করে আরো কম দামের গরু কিনতে পারত। কিন্তু একমাত্র মেয়ে ফুলির আবদার রাখতে গিয়ে ৩৫ হাজার টাকা দিয়ে সামাদ মোল্লার সাদা বাছুরসহ লাল গাভীটাই কিনতে হলো। একমাত্র মেয়ের বাবার মন তো! তাই কিছুতেই সে পিছপা হতে পারেনি। গাভীটাকে খুব পছন্দ করত সে, আর সাদা বাছুরটাকে কি যে আদর করত সে! ঠিক যেন তার ছোট ভাই ফয়সালের মতোই আরেকটা ছোট ভাই।

তবে মহাজন আক্কাস মন্ডলের আসল ক্ষোভ ছিল অন্যখানে, আর তা হল তাকে বাদ দিয়ে এনজিও থেকে ঋণ নেওয়া। এর মানে গ্রামের এই দরিদ্র মানুষগুলো এখন আর তার উপর নির্ভরশীল নয়। তাছাড়া, এনজিও গুলো এই মহিলাদের স্বাক্ষর করতে শিখায়, ছোটোখাটো হিসাব-নিকাশ করতে শিখায়, বিভিন্ন কাজের প্রশিক্ষণ দেয়- সহজ শর্তে ঋণ দেয়, আবার কিস্তি বকেয়া পড়লে সেই বকেয়া কিস্তির উপর অতিরিক্ত সুদও দিতে হয় না। এভাবে চলতে থাকলে তো তার মহাজনী সুদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে! এসব চিন্তায় এমনিতেই তার মাথা খারাপ অবস্থা। সে অনেক চেষ্টা করেছিল, এখনও করে যাচ্ছে, যাতে এই গ্রামে এনজিওর কার্যক্রম না চলে। সে প্রচার করছে যে এনজিওগুলো বিধর্মীদের প্রতিষ্ঠান, এরা মা বোনদের পর্দার বাইরে নিয়ে আসে, ধর্ম নষ্ট করে, ইত্যাদি। আর তাই সামান্য কিছু টাকা বকেয়া থাকার কারণে মন্ডল জোর করে ফুলিদের গরু দুটো নিয়ে গেল। আক্কাস মন্ডল এসেছিল দাফন শেষে সবাই চলে যাওয়ার পর। প্রতিবেশী শরিফ মিয়া দেখেও বাধা দেওয়ার সাহস পায়নি। কারণ, সে নিজেও আক্কাস মন্ডলের ঋণের জালে আবদ্ধ।

ফুলিকে নিয়ে ওদের ঘরে প্রবেশ করে রফিক। মাটিতে বসে ঘরের বেড়ার সাথে পিঠ ঠেকিয়ে পা দুটো ছড়িয়ে বসে আছে সখিনা বেগম। রফিককে দেখে একটা আতংকের চাহনি দিয়ে তাকায় সে। কান্নার জল শুকিয়ে দাগ হয়ে লেগে আছে কপোলে, চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে গিয়েছে। পরনের কাপড় মলিন হয়ে গেছে চেহারার মতোই। দীর্ঘক্ষণ পেটে দানাপানি পড়েনি, সেটা মুখমন্ডলই বলে দিচ্ছে। গলার স্বর বসে গেছে তার। "ছার, আমার তো সব শ্যাষ অইয়া গ্যালো গো, ছার", ভাঙাস্বরে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে থাকে সে, "মাত্র তো ১ কিস্তি দেওয়া অইছে, আমি অহন আমনেগো বাহি কিস্তিগুলো ক্যামনে দিমু গো, ছার?" আতংকের চাহনির কারণটা বোধগম্য হয় রফিকের। তাই সান্তনার সুরে সে মহিলাকে বোঝায়, "আরে বোন, আমি তো কিস্তি নিতে আসিনি, আপনার তো ঋণের কিস্তি আর দিতে হবেনা। আপনার কি ক্ষুদ্রবীমার কথাটা মনে নেই? আপনার ঋণের প্রথম জামিনদার আপনার স্বামী যেহেতু মারা গেছে, তাই আপনার ঋণও মাফ হয়ে গেছে। বরং আপনার যে কয় টাকা সঞ্চয় জমা আছে, উল্টো আপনি সেগুলোও ফেরত পাবেন। আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন চেয়্যারমান-এর কাছ থেকে আপনার স্বামীর মৃত্যু সনদ সংগ্রহ করে অফিসে এসে দেখা করেন।"

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সখিনা বেগম, নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না সে, হাউমাউ করে কান্না শুরু করে দেয়, অশ্রু গড়িয়ে পড়ে কপোল বেয়ে। এ অশ্রু দুঃখের নয়, নয় কষ্টের, এ অশ্রু দায় হতে মুক্তির।"হ হ, মনে পড়ছে", কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে শুরু করে সে, "ঋণ উডানোর সময়তো মেনাজার ছারে এইরহম কিছু এ্যাকটা কইছিল। তয়, হেইসুম আমরা আমলে নেই নাই। আবার আহনের সময় ফুলির বাপে কইছিল, মেনাজার ছারের কতা ভুয়া, মইররা গেলেই কি ঋণ মাফ অয় নি? " স্বামীর কথা বিনাবাক্য ব্যয়ে মেনে নিয়েছিলেন তখন। "আর অহন বুঝলাম বুরো বাংলা সত্যই গরীব মাইনসের বন্ধু, আপনেরা আমারে বাচাইলেন ছার" চোখ মুছতে মুছতে বলে সখিনা।

শাখার উদ্দেশ্যে পা বাড়ায় রফিক। সদ্য তৈরী হওয়া কবরটা নজরে আসে রফিকের। জীবন আর মৃত্যুর মাঝে থাকা আর না থাকার যে অথই দরিয়া সমান ব্যবধান, তা এই মহিলা ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে কেমন করে পার হবে তারই ভাবনা রফিকের মাথায়। কিছুটা এগিয়ে সাইকেলে উঠে প্যাডেলে পা দেয় রফিক। মধ্যগগনে সূর্য্যের তেজ যেন পুড়িয়ে দিতে চাইছে ধরণীকে। হঠাৎ-ই তার অনুভব হলো, ভূমিতে থাকা এই মানুষরুপী রক্তচোষাদের শোষণের তেজ কি আরো বেশি ক্ষতিকর নয়! তাতে ক্ষয় হয়ে যায় মানুষের স্বাভাবিক জীবন, পুড়ে যায় সংসার।

পাদটীকা: শোষণ আর বঞ্চনার আড়ালে থাকতে থাকতে আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকারই ভুলে যাই - ঠিক যেমনি কালবৈশাখীর কালোমেঘ আড়াল করে দেয় দিনের সূর্য্যটাকে।

● **রাশেদ খান**, *নিরীক্ষক, প্রধান কার্যালয়*

কবিতা

সঙ্গী মোর

অনেক সময় কাটাই তোমার সঙ্গী হয়ে,
সকাল, দুপুর, সন্ধ্যে শেষে এভাবেই যায় সময় বয়ে।
অনেক কথার, অনেক ব্যাথার জটলা করি দু'জন মিলে,
ভেবে ছিলে? আপন থেকে আপন হয়ে কেমন তুমি নিবিড় ছিলে।
তোমার সময় আমার সময় একটি সুতোঁই বাঁধা রয়,
তার পরেতেও একটুখানি কথার ছোঁয়ায় বিশাল ক্ষয়।
সময় যখন অনেক বেশী কাটাতে হয় এক সাথে,
ছোট খাট কষ্টগুলো না হয় রেখ অন্য পাতে।
ভালোয় ভালোয় মালা গাঁথি,
এসো না ভাই সকল সাথি।

- **রোকেয়া খাতুন,** *সহকারী কর্মকর্তা- মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা*

স্বপ্ন-সত্য

ইদানীং কোন সত্য জিনিস
বস্তু বা ঘটনা শুনলেই শিউরে উঠি
আসলে সত্য জিনিস
তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে যেতে পারে
যেতে পারে একেবারে নিরুদ্দেশে।

তাই সত্য যেনো আসেনা
জীবনে আমার। শুধু স্বপ্ন
আসুক জীবনে। জীবন ভর স্বপ্ন হয়েই
না হয় থাকলো-স্বপ্নগুলো।

আসলে সত্য জিনিস তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে
যেতে পারে। যেতে পারে একেবারে নিরুদ্দেশে
তাই স্বপ্ন চাই, স্বপ্ন গুলো
স্বপ্ন হয়েই না হয় জীবনে থাকলো।

- **খন্দকার মাহফুজুর রহমান,** *পরিচালক, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা*

ক্ষমার বাস্তবতা

হঠাৎ হঠাৎ যে কি হয়?
ভুলে যাই সব বিনয়।
বুঝতেপারি কোন দরকার নেই;
কিন্তু মন সামলাবার নয়!
যদিও পরিষ্কার- "বিষয়"
ভুলটা কি না করলেই নয়?
এটাইকি চরম বাস্তবতা-
"মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়।
এখন মাফটাও যদি না চাই
ক্ষমা কিভাবে প্রাপ্য হয়?

- **হাসিবুর রাহমান সোহান**

অভ্যাস করা ভাল

খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কিত

- খাদ্য গ্রহণ বা পরিবেশনের আগে নিজের হাত, চামচ, কাটা চামচ, ছুরি ইত্যাদি ভালভাবে ধুয়ে নেয়া।
- সকল বাসনপত্র পরিষ্কার ও দাগমুক্ত রাখা।
- খাওয়ার সময় আওয়াজ করে না খাওয়া।
- চায়ের কাপে ফু দিয়ে ঠান্ডা করার চেষ্টা না করা। চা-কফি ইত্যাদি পানের সময় আওয়াজ না করা।
- কাউকে চা/কফি অফার করে নিজে আগে কাপে চুমুক না দেয়া।
- খাবার টেবিলে অতিথিদের আগে পরিবেশন করা। তারা খেতে শুরু করলে নিজে খাদ্য গ্রহণ শুরু করা
- খাওয়ার সময় চামচের শব্দ যথাসম্ভব কম করা।
- চা, কফি পরিবেশনের সময় সকল কিছু আলাদা আলাদা করে পরিবেশন করা।
- টেবিলে গ্লাস দেয়ার সময় গ্লাসের ভেতরে হাত দিয়ে পরিবেশন না করা, নীচে প্লেটসহ গ্লাস টেবিলে দেয়া। পরিবেশনের সময় জল যাতে টেবিলে বা গায়ে না পড়ে তা লক্ষ্য রাখা।
- খাওয়ার সময় সাবধানে বা আস্তে কথা বলা যাতে মুখের খাবার অন্যের দিকে ছিটে না যায়।
- খাওয়ার সময় হাঁচি/কাশি আসলে সম্ভব হলে উঠে যাওয়া অথবা মুখ ঘুরিয়ে নেয়া বা মাথা নীচুকরা
- খাবার শেষে প্লেটে হাত না ধোয়া।
- খাওয়া শেষে হাতমুখ ধুয়ে ভালভাবে মুছে অন্যের সামনে যাওয়া।
- খাওয়ার পরে আড়ালে দাঁত খিলাল করা।

পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত

- হাতের ও পায়ের নখ বড় না রাখা। দাঁত দিয়ে কারো সামনে হাতের নখ না কাটা।
- দাঁত ব্রাশ করার সময় এবং খালি গায়ে কারো সামনে না আসা।
- পরিধেয় কাপড় এবং শরীরের ঘামের গন্ধ সম্পর্কে সচেতন থাকা। প্রতিদিন গোসল করা।
- যেখানে সেখানে থুতু বা ময়লা না ফেলা।
- নিজেকে এবং পোশাক পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সব কিছু গুছিয়ে রাখা।
- নিজের মোজা এবং জুতার গন্ধ সম্পর্কে সজাগ থাকা
- মুখে দুর্গন্ধ আছে কিনা তা নিজে নিজে পরখ করা।
- মশারী এবং বিছানাসহ আবাসিক রুম পরিচ্ছন্ন রাখা।
- শাখা কার্যালয় এবং আংগিনা নিয়মিত পরিষ্কার রাখা। ***চলবে ...***

● সংকলন: **প্রাণেশ বণিক,** *অতিরিক্ত পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচি*

বুরো বাংলাদেশ-এর অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

BURO Bangladesh

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫ • সংখ্যা-২ • বর্ষ-১

খবরাখবর ● *পৃষ্ঠা ৯-এর পর*

এজেন্ট ব্যাংকিং প্রকল্প

এই প্রকল্পের অধীনে ব্যাংক এশিয়ার সহযোগিতায় বুরোর ৪টি শাখায় (ছিলিমপুর, সোহাগপুর, চৌহালী এবং বাসাইল) এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে । এই সকল শাখা থেকে গ্রাহকগণ ব্যাংকের নানাবিধ সেবা ভোগ করতে পারবেন।

ডিজিটাল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রকল্প

মাইক্রোসেভের সহযোগিতায় বুরোর ৩টি শাখায় (আজমপুর, কালিয়াকৈর এবং টাংগাইল স্থানীয় কার্যালয়) পরীক্ষামূলকভাবে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই সকল শাখা থেকে গ্রাহকগণ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ঋণ ও সঞ্চয়সহ নানাবিধ সেবা ভোগ করতে পারবেন।

INSPIRED প্রকল্প

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় এবং BWCCI এর সাথে পার্টনারশীপে নরসিংদী, গাইবান্ধা, টাংগাইল ও মধুপুর উৎপাদন কেন্দ্রে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে উপকারভোগীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উৎস (কলাগাছ) থেকে সুতা উৎপাদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

প্রান্তিককৃষক সহায়তা প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকার ও দাতাসংস্থা জাইকার অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে দেশব্যাপী এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রকল্পের অধীনে প্রন্তিক কৃষকগণ অপেক্ষাকৃত কম সুদে বুরো থেকে ঋণ সহায়তাসহ বিভিন্ন সুবিধা পাবেন।প্রকল্পটি ৭ বছর মেয়াদী।

মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন এডুকেশন প্রকল্প

দাতাসংস্থা ওয়াটার.ওআরজি এর সহযোগিতায় কুড়িগ্রামেএই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। এই প্রকল্পের অধীনেমোট ৪ হাজার কিশোরীকে প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

SME ঋণী বাছাই প্রকল্প

মাইক্রোসেভ এর কারিগরি সহযোগিতায় সংস্থার কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকদের SME ঋণী বাছাইকরণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষকগণ পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সংস্থার কর্মীদের SME ঋণী যথাযথ বাছাইকরণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিবেন।

উপদেষ্টা: জাকির হোসেন, **সম্পাদকমণ্ডলী:** প্রাণেশ বণিক, নজরুল ইসলাম, এস এম এ রকিব, নার্গিস মোর্শেদ

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন(এফ), সড়ক-১০৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত। ফোন: ৯৮৬১২০২, ৯৮৮৪৮৩৪, ফ্যাক্স: ৯৮৫৮৪৪৭, ইমেইল: buro@burobd.org, ওয়েব: www.burobd.org